সংবাদ

তারিখ ...22 JAN 2012...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২...

রমেকে কর্মচারী নিয়োগে ছাত্রলীগের কোটা দাবি নিয়ে উত্তেজনা

● তদন্ত কমিটি গঠন : পুলিশ মোতায়েন

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে ছাত্রলীগের পছন্দের ১০ কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়ার আবদার রক্ষা না করার ঘটনায় ছাত্রলীগ ও কর্মচারীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করতে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। অন্যদিকে দায়ী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতারের দাবিতে কর্মচারীরা গতকাল থেকে ৩ দিনের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন শুরু করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও কর্মচারীরা মুখোমুখি অবস্থান নেয়ায় যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ, কর্মচারী এবং কলেজ সূত্রে জানা গেছে- রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগ কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা ও হাসপাতালের পরিচালক ডা. তৌফিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে তাদের পছন্দের ১০ জনকে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানায়।

নিয়োগ দাবি : পৃষ্ঠা : ২ক : ২

দাবি : নিয়োগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেয়া না হলে কাউকেই নিয়োগ দেয়া যাবে না বলে হুমকি প্রদান করা হয়; কিন্তু কর্মচারী পরিষদের নেতারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ নিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সঙ্গে কর্মচারীদের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রলীগ মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি আশরাফুল হক পুলকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে কর্মচারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। কর্মচারীদের তাড়া খেয়ে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা পালিয়ে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দিন ধরে হাসপাতাল ও কলেজ চত্বরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কর্মচারী পরিষদের নেতারা দায়ী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে শনিবার সকাল পর্যন্ত আলটিমেটাম প্রদান করেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় কর্মচারীরা গতকাল শনিবার থেকে ৩ দিনের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তারা কালোব্যাজ ধারণ করে কাজ শুরু করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রংপুর মেডিকেল কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের [illegible] অধ্যক্ষ ডা. আবদুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘটনা তদন্তে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন, সদস্য মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সারোয়ার আহান এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক মোস্তাফিজার রহমান। কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে কলেজের অধ্যক্ষ জানান। এদিকে হাসপাতালের কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ফজলুল হক ও সাধারণ সম্পাদক আনিছ জানান, ছাত্রলীগের মেডিকেল কলেজ সভাপতি আশরাফুল হক বন্দকার পুলক কর্মচারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে আসছে। বৃহস্পতিবারও সে কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করে। তাকে গ্রেফতারের দাবিতে আমরা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে আবেদন করেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি। এজন্য আমরা আগামী ৭২ ঘণ্টা কালোব্যাজ ধারণ করার কর্মসূচি দিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দেব। অন্যদিকে ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সভাপতি আশরাফুল বন্দকার পুলক জানান, তারা কোন কোটা দাবি করেননি বরং হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করতে পরিচালকের কাছে যাওয়ার সময় তাদের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করা হলে সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে কর্মচারীরা পালিয়ে যায়। কোতোয়ালি থানার ওসি আলতাফ হোসেন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারপরও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. তৌফিকুর রহমান জানান, কলেজের অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। প্রতিবেদন পাওয়ার পর করণীয় ঠিক করা হবে।